আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু হলো অপারেশন থিয়েটার

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু করা হয়েছে।

মঙ্গলবার অপারেশন থিয়েটারের কার্যক্রম উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

অপারেশন থিয়েটার চালু হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ এখন স্থানীয় পর্যায়েই বিভিন্ন জরুরি ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে রোগীদের জেলা সদর কিংবা দূরবর্তী হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার ভোগান্তি ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

এ সময় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অপারেশন থিয়েটার পুনরায় চালু হওয়ায় এলাকার মানুষের চিকিৎসাসেবা আরও সহজলভ্য ও কার্যকর হবে।”

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, অপারেশন থিয়েটার চালুর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে এবং রোগীরা দ্রুত ও আধুনিক চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

দীর্ঘদিন পর অপারেশন থিয়েটার পুনরায় চালু হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এটি আলমডাঙ্গা উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

আলমডাঙ্গায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার ফাতেমা হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ক্যাম্পটির উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। এ সময় হাসপাতালের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান একটি মহৎ উদ্যোগ। অনেক মানুষ বিভিন্ন কারণে সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন না। এ ধরনের মেডিকেল ক্যাম্প তাদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, জনকল্যাণমূলক এ ধরনের কার্যক্রম সমাজের মানুষের উপকারে আসে এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ফাতেমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্যাম্পে আগত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। উদ্বোধনের দিন বিপুল সংখ্যক মানুষ এ সেবা গ্রহণ করেন।

স্থানীয়রা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতেও এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গায় রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিষদের উদ্যোগে রোববার আলমডাঙ্গা প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা দেশজুড়ে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানান এবং রামিসা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বাংলাদেশ সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চলচ্চিত্র পরিচালক ও রাষ্ট্রচিন্তক জন আলফের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন, সাবেক মেম্বার সিতাব আলী, হাসান জামান, পরিষদের সহ-সভাপতি ফাহমিদুল ইসলাম মুন, ছাত্রনেতা সুইট ইউসুফ, সাবেক ছাত্রনেতা ও ব্যবসায়ী সরোয়ারউদ্দীনসহ অনেকে।

কর্মসূচিতে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন

আলমডাঙ্গায় উদ্ভাস সাহিত্য সংস্থার আয়োজনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় উদ্ভাস

সাহিত্য পরিষদের কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সারস্বত বাণী

“আমাকে ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। আমি কবি হতে আসিনি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, আমি প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না বলে, আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নিরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম” এই মহান বাণীকে ধারণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্ভাস সাহিত্য সংস্থার সভাপতি কবি কহন কুদ্দুসের সভাপতিত্বে উদ্ভাসের হাইরোড কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাহিত্যিক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ার রশীদ সাগর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাধবপুর মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান আবেদ, গবেষক হেলাল উদ্দিন, প্রাবন্ধিক কামরুজ্জামান টুটুল, জি.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশীদ, ইসলামি কথাসাহিত্যিক মোহাম্মদ শাহ আলম নান্দী, ছড়াকার মো. মানোয়ার হোসেন, রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়ীয়ায় হিন্দু যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী এক হিন্দু যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

জানা গেছে, বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা শ্রী আনন্দ কুমার পাত্রের ছেলে শ্রী চন্দন কুমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নিজের নাম পরিবর্তন করে “আব্দুল্লাহ আল আনাস” রাখেন। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের সময় নিজ গ্রামের স্থানীয় মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি।

মসজিদের খতিব মুফতি গোলাম মুক্তাদিরের হাতে হাত রেখে তিনি পবিত্র কালেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মুসল্লিরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং নতুন জীবনের জন্য দোয়া করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের সমাজসেবক আমিরুল ইসলাম কাতব ডাক্তারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। তারা নবমুসলিম আব্দুল্লাহ আল আনাসের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল্লাহ আল আনাস প্রায় পাঁচ বছর ধরে সিঙ্গাপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। প্রবাস জীবনে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন।

কোরআনের অনুবাদ, ইসলামী আলোচনা ও আলেমদের বক্তব্য শোনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাচাই-বাছাই শেষে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

নবমুসলিম আব্দুল্লাহ আল আনাস বলেন, “ইসলামের শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। দীর্ঘদিন ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। সবকিছু বুঝে ও যাচাই করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি।”

তিনি আরও জানান, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর চুয়াডাঙ্গা আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নাম পরিবর্তন করেছেন।

আলমডাঙ্গা পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত মোট ৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার তাদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ মে রাত ৯টার দিকে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে মাদক মামলার আসামি আলমডাঙ্গার বকশিপুর গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে বিপ্লব হোসেন, জামজামি উত্তরপাড়ার মতিয়ার রহমানের ছেলে রাজিব হোসেন এবং নাগদাহ বাজারপাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে রনি আহম্মেদকে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়া এফআইআরভুক্ত মামলার আসামি কেশবপুর গ্রামের রহিম বক্সের ছেলে মুনা কামার ও গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি ডম্বলপুর গ্রামের সবুজ আলির মেয়ে ও তারিক আলির স্ত্রী রেশমা খাতুন, নতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত শের আলির ছেলে রেজাউল হক, একই গ্রামের আসাদুল হকের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন এবং যাদবপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে ফারদিন হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরায়েল জানান, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় ধর্ষকের দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ও বিচারহীনতার অবসানের দাবি জানানো হয়।

সারাদেশকে নাড়িয়ে দেওয়া শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা হাইরোডে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অপরাধীরা বারবার পার পেয়ে যাওয়ায় সমাজে ধর্ষকদের দুঃসাহস বেড়ে যাচ্ছে। শিশু রামিসার নির্মম হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারকে নয়, পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে জড়িত ধর্ষক ও হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দাবি জানান। পাশাপাশি আলমডাঙ্গায় সংঘটিত ধর্ষণচেষ্টার ঘটনারও দ্রুত বিচার দাবি করা হয়।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আগের ঘটনাগুলোর দৃষ্টান্তমূলক বিচার হলে আজ আর নতুন করে কোনো রামিসাকে জীবন দিতে হতো না। বিচারহীনতার সংস্কৃতিই অপরাধীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। এই ন্যাক্কারজনক অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।”

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব ডা. লিয়াকত আলী, উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান, শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ, নির্বাহী সভাপতি শরাফত রাসেল, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিব হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মাহফুজ, সহ-প্রচার সম্পাদক গোলাম রাব্বি, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ন কবির, দপ্তর সম্পাদক জাহিদ, সহ-দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসানসহ মানবাধিকার কর্মী চঞ্চল, শামীম রেজা, সুলতানুল আরেফিন, পপি, শুরভী শরিফা ও আবু জাফর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী ও নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী ও সমাজসেবক হাসিবুল হক লিপু এবং কবি কহন কুদ্দুস।

মানববন্ধনে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানবতার শত্রু এসব অপরাধীর দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত না হলে সমাজ আরও ভয়াবহ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে।

আলমডাঙ্গায় নবাগত ইউএনও’র সাথে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তারের সাথে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলুর নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা ইউএনওর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আজগর সাচ্চু, যুবদল নেতা মাগরিবুর রহমান, মহাবুল মাষ্টার প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীনুর আক্তার আলমডাঙ্গায় দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় অনুমোদনবিহীন ৪০ বস্তা সার জব্দ, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অনুমোদনহীনভাবে ডিএপি সার পরিবহন ও বাজারজাতের অভিযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মো. সুমন আলী (৪০) উপজেলার হারদী গ্রামের মৃত ঠান্ডু বিশ্বাসের ছেলে এবং হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় হারদী-মিরপুর সড়কে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সারবোঝাই একটি আলমসাধু আটক করা হয়। এ সময় বিসিআইসির ৪০ বস্তা বাংলাদেশ ডিএপি সার জব্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আটক আলমসাধুর চালক ওসমানপুর গ্রামের মো. সিয়াম আলী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স থেকে ডিএপি সার বোঝাই করে প্রাগপুর এলাকার এক ব্যবসায়ীর দোকানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা ছিল তাঁর কাছে। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বিক্রয় মেমোও প্রদর্শন করেন।

পরবর্তীতে উপজেলা কৃষি অফিসের অনুসন্ধানে জানা যায়, যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই সার বিক্রয় ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নির্দেশনায় সারগুলো জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক মো. সুমন আলীকে সার ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ১২(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে একই আইনের ১২(৩) ধারায় ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, জব্দকৃত সার সাধারণ কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম।

এ সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. সাইফুল্লাহ মাহমুদ ও মো. উদয় রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃষি উপকরণের অবৈধ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাংকার সিরাজুলের ব্যতিক্রমধর্মী আত্মপ্রকাশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এক ব্যতিক্রমী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন মহল্লার সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গোবিন্দপুর গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গোবিন্দপুর গ্রামের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় নতুন বাসস্ট্যান্ডে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রতিটি মহল্লা থেকে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুবসমাজ ও মুরুব্বিদের উপস্থিতিতে এই সভাটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সভায় বক্তারা গ্রামের উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনে একজন যোগ্য ও সৎ প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর, উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। এলাকায় তিনি একজন সৎ, যোগ্য ও সমাজসেবক হিসেবে দীর্ঘদিনের সুনাম অর্জন করেছেন। চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি এলাকার নানা সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ নাজিম উদ্দিন (ফকির মোহাম্মদ), সাবেক প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোঃ সামসুজ্জোহা (সাবু) উপস্থিত ছিলেন। উপস্থাপনায় ও বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া প্রবাসী ও গোবিন্দপুর মণ্ডলপাড়া মোঃ খাইরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মোঃ আনিসুর রহমান, বণিক সমিতির সদস্য মোঃ রেজাউল হক তোতা,

সাবেক শিক্ষক হাজী সামছুদ্দিন আহমদ, প্রভাষক মোঃ মনিরুজ্জামান, ইটভাটা মালিক ঠাণ্ডু রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান (মনি), এবিএম মকছেদুল আমিন সোহাগসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কুদুস, মজিবর রহমান, মোঃ আক্কাছ আলী, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ, সাবেক কমিশনার মোঃ ফরহাদ হোসেন (মুকুল হাজী), আসাদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আলিমুর রহমান (শিক্ষক), প্রমুখ।

গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণার পর আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত গ্রামবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “গ্রামের মানুষ আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, আমি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করব। সবার সহযোগিতা নিয়ে আমি এই গোবিন্দপুর গ্রামকে একটি আধুনিক ও শান্তিময় গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।” এছাড়াও তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে উন্নয়ন করা হবে।